যুগান্তর

তারিখ ..... 19 MAY 2015
পৃষ্ঠা ২০ ... কলাম ... ৬ .....

ক্লাস শুরুর বাকি দেড় মাস

একাদশের সাত বই নিয়ে অনিশ্চয়তা

মুসতাক আহমদ

নতুন কারিকুলামে লেখা ইংরেজিসহ সাতটি পাঠ্যবই যথাসময়ে দেয়া নিয়ে এবারও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বই লেখায় বিলম্ব এবং বই মুদ্রণের জন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান না পাওয়ায় এমন পরিস্থিতি হয়েছে।

ইংরেজি বাদে অনিশ্চয়তায় পড়া বাকি ছয়টি বই হচ্ছে— ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি, শিশুর বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি, গৃহ ব্যবস্থাপনা ও পারিবারিক জীবন, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও বস্ত্র পরিচ্ছদ। এসবের মধ্যে শেষ ৫টি বই গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের আর প্রথমটি ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাঠ্য।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. রতন সিদ্দিকী যুগান্তরকে বলেন, ছয়টি বই নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে তা বলা যাবে না। কেননা, ইংরেজি বই লেখা শেষ। আমরা এখন সেটি পরিমার্জন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করছি। ২৫ মে'র মধ্যে এ কাজ শেষ হয়ে গেলে মুদ্রণের লক্ষ্যে দরপত্র ডাকব। আশা করছি, এ প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট

অনিশ্চয়তা : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

অনিশ্চয়তা : সাত বই নিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সময়ের আগেই বইটি মুদ্রণ শেষে বাজারজাত করা সম্ভব হবে। যদিও বাকি ৫টি বইয়ের বিষয়টি নিশ্চিত নয়।'

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি অনুসরণে সরকার কারিকুলাম তৈরি করে। সে অনুযায়ী ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে নতুন পাঠ্যবই প্রবর্তনের উদ্যোগ নেয়া হয়। একাদশ শ্রেণীতে ওই বছর মোট ৩৫টি পাঠ্যবই নতুন দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলা ও ইংরেজি বাদে মোট ১২টি বইয়ের আগ্রহী প্রকাশক পাওয়া যায়নি। যে কারণে সেই বছর পুরাতন কারিকুলামের বই পড়তে হয় ছাত্রছাত্রীদের। ২০১৪ সালে কেবল বাংলা বইটি নতুন দেয়া সম্ভব হয়। বাকি ১১টি বইয়ের জন্য কোনো আগ্রহী প্রতিষ্ঠান মেলেনি। ফলে গত বছরও ১১টি বই নতুন যায়নি। তারই ধারাবাহিকতায় এবার এনসিটিবি আগেভাগে এসব বই নতুন করে লেখানোর উদ্যোগ নেয়। সে অনুযায়ী সঙ্গীতের বিভিন্ন বিষয়ের বই লিখিয়ে তা বাজারজাতের প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু বিপত্তি বাধে উপরোল্লিখিত ৬টি বই নিয়ে। প্রসঙ্গত, প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সরকার বিনামূল্যে বই দিলেও একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে দেয়া হয় না। এ স্তরের বইয়ের মধ্যে বাংলা ও ইংরেজি সরকার বা এনসিটিবি প্রকাশ করে থাকে। বাকি বইগুলো বেসরকারিভাবে প্রকাশ করে বাজারজাত করা হয়। প্রক্রিয়া অনুযায়ী বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান নিজেদের লেখক দিয়ে বই লিখিয়ে তা এনসিটিবিতে জমা দেয়। এনসিটিবি তা মূল্যায়ন করে প্রকাশের অনুমোদন দেয়। এক একটি বিষয়ের বই একাধিক প্রতিষ্ঠান অনুমোদন পায়। ফলে তা প্রতিযোগিতামূলকভাবে বাজারজাত ও মানের ভিত্তিতে কলেজে পাঠ্য করার রেওয়াজ রয়েছে।

আর বাংলা ও ইংরেজি বই এনসিটিবি নিজস্ব লেখক দিয়ে লিখিয়ে অনুমোদন শেষে নিজস্ব এজেন্টের মাধ্যমে বাজারজাত করে। যদিও সরকারি এ বই নকল হওয়া এবং এজেন্টদের বিক্রিতে অনীহার কারণে গতবছর থেকে পদ্ধতি পরিবর্তন করা হয়েছে। বাজারজাত প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে এজেন্ট প্রথার পরিবর্তে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করে পরিবেশক নিয়োগ করা হচ্ছে। নির্বাচিত এসব পরিবেশক বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ছাপিয়ে তা বাজারজাত করে। বিনিময়ে মূল্যের সাড়ে ১১ ভাগ টাকা এনসিটিবি রয়্যালটি হিসেবে নেয়। গতবছর বাংলা বইটি এ প্রক্রিয়ায় বাজারজাত করা হয়। এ বছর ইংরেজি বই যদি শেষ পর্যন্ত লেখা শেষ হয়, তাহলে তা পরিবেশকের মাধ্যমে বাজারজাত করা হবে বলে জানান এনসিটিবি সদস্য অধ্যাপক রতন সিদ্দিকী।

এনসিটিবি সূত্র জানিয়েছে, উল্লিখিত ৬টি বিষয়ের মধ্যে গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিভাগের বইগুলোর শিক্ষার্থী কম। এগুলো তাই বিক্রিও কম হবে। এ কারণে বেসরকারি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো লাভালাভের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে মুদ্রণ ও বাজারজাতকরণে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। বিপরীত দিকে ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি বিষয়ের শিক্ষার্থী বেশি হলেও তুলনামূলক নতুন ও কঠিন বিষয় হওয়ায় লেখক পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এনসিটিবির প্রধান সম্পাদক প্রীতিশ দাশ স্বীকার করেন, 'ইংরেজি বাদে বাকি বইগুলো যে আমরা দিতে পারব তা এখনও নিশ্চিত নই। তবে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সহসভাপতি এবং পুঁথিনিলয় প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী শ্যামল পাল যুগান্তরকে জানান, ট্যুরিজম ও হসপিটালিটি বইটি আমরা প্রকাশ করতে চাই। কিন্তু দক্ষ ও ভালো লেখক পাচ্ছি না। এ কারণে এটির ব্যাপারে প্রস্তাবনা ও পাণ্ডুলিপি জমা দিতে পারছি না। তিনি বলেন, গার্হস্থ্য অর্থনীতির বিষয়গুলোর ব্যাপারে আমরা চিন্তা করছি। আমাদের সমিতির যে কোনো সদস্যকে অনুরোধ করে তা ছাপানোর ব্যবস্থা করব। আশা করছি, শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সম্ভব না হলেও দু'তিন মাস পর ছাত্রছাত্রীরা তা পাবে। আমরা এ ব্যাপারে সরকারকে সহায়তা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

উল্লেখ্য, সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১ জুলাই উচ্চ মাধ্যমিকের নতুন শিক্ষাবর্ষের ক্লাস শুরু হবে। সে হিসেবে আর মাত্র দেড় মাস বাকি রয়েছে। আগামী ৩০ মে এসএসসির ফল প্রকাশ করা হবে। এতে উত্তীর্ণরাই ১ জুলাই একাদশ শ্রেণীর ক্লাসে বসবে। এবার প্রায় ১৪ লাখ ছাত্রছাত্রীর এসএসসি পাসের সম্ভাবনা রয়েছে।